অতীতে যার অপরিসীম অবদানে আমার সাহিত্যপ্রীতি গড়ে উঠেছে সে
আমার প্রয়াত মা আর বর্তমানেও আমার আপনজন যাদের সাহচর্য ও
ভালোবাসায় আমার সাহিত্য তরণী ভেসে চলেছে-সর্বোপরি আমার
পাঠককুলকে উৎসর্গ করলাম আমার প্রথম প্রয়াস।

ভূমিকা

রামায়ণ আর মহাভারত এই দুই মহাকাব্য ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ। চরিত্রচিত্রণে, কাহিনিবিন্যাসে, তৎকালীন আর্থসামাজিক, নৃতাত্ত্বিক পরিবেশ বর্ণনে এই দুই মহাকাব্য অতুলনীয়।

রামায়ণ-মহাভারতে অপ্সরাদের কথা এসেছে নানান প্রসঙ্গে আর এসেছে নাগেদের কথা। পরম আকর্ষণীয় এইসব কাহিনি মুখ্য চরিত্রদের অন্তরালে থেকেও স্বমহিমায় ভাস্বর। এই দুই কাহিনিতে তাদের জনম, জীবন, মনন, তাদের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার ছবিই প্রতিভাত। মেনকা, রম্ভা, উর্বশী, তিলোত্তমার নাম আমরা অনেকেই জানি কিন্তু অপ্সরা মধুরা যিনি অভিশপ্ত জীবনান্তে এক বিখ্যাত পুরুষের কন্যা ও এক বিখ্যাত পুরুষের স্ত্রী রূপে আমাদের অত্যন্ত পরিচিতা এবং পঞ্চসতীর এক সতী রূপেও তিনি পূজিতা, তার কাহিনিও অতি আকর্ষক। প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী কুরু পিতামহী সত্যবতীর জননী যে শাপগ্রস্তা অপ্সরা অদ্রিকা এবং তার জন্ম বৃত্তান্ত শুধুমাত্র যে অবাক করে তাই-ই নয় প্রাচীন ভারতে অতি উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা প্রচলিত ছিল বলেই প্রত্যয় হয় আমাদের!

রামায়ণ মহাভারতের কাহিনিবিন্যাস থেকে একথা সুস্পষ্ট যে নাগেরা কখনোই অমেরুদণ্ডী প্রাণী সাপ নয়! তবে কি নাগের টোটেমধারী মানুষ তারা! মহাকাব্যদ্বয়ের কাহিনি তো তারই ইঙ্গিতবাহী। দেব-দানব-মানুষ-রক্ষকুল সকলের সঙ্গেই ছিল নাগসমাজের সুসম্পর্ক। নাগরাজকন্যা উলুপীর কাহিনিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় অর্জুনের মতো মহাবীরকে একদিনের জন্য পতিত্বে বরণ করে সারাজীবন অন্তরালে থেকেও স্বামীর মঙ্গলের জন্যই নিজেকে এবং নিজেদের একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করার মতো মহান নারীর আখ্যান রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যেও খুব বেশি নেই। শেষনাগ, বাসুকিনাগের মতো সৎ, উদার মহানুভব ব্যক্তিরা যেভাবে

দেবসমাজেও সমাদৃত হন সেই কাহিনিও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক! নাগকন্যা মনসার নাগদেবীতে উত্তরণের মধ্য দিয়ে এক নারীর একক সংগ্রামের ইতিহাস বিধৃত। এই সংগ্রামে বিজয়ী হতে কখনও মনসা নিয়েছে ছলনার আশ্রয় আবার কখনও বা প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়েছে অপ্সরা তিলোত্তমার। এইভাবেই অপ্সরা আর নাগেদের কাহিনির বিস্তার ঘটেছে যা নানান ঘটনার ঘনঘটায় সমৃদ্ধ।

পর্ণশ্রী, বেহালা
১৫.০১.২০২৫

শাশ্বতী দাস

সূচিপত্র

নাগকুলের নবগাঁথা	১১
অপরূপা অপ্সরা	৫৫

নাগকুলের নবগাঁথা

উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের বাংলার শিক্ষক অকৃতদার অনন্ত নাগ অবসর গ্রহণের পর সময় কাটানো নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন! কিন্তু সে ভাবনাও তাকে বেশিদিন ভাবতে হয়নি। এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি টিউশন পড়ানো শুরু করেছেন তিনি। একান্নবর্তী পরিবার হওয়াতে অকৃতদার হলেও তার বেশ কিছু নাতিনাতনি আছে যাদের সঙ্গে তার মিষ্টিমধুর সম্পর্ক। এদের পড়ানোর দায়িত্ব রিটায়ারের আগেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। এখন প্রতিদিন পড়া শেষে তিনি নাতি নাতনিদের রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলেন। এই গল্পের আকর্ষণে ছোটোরা ছাড়া বাড়ির বড়োরাও ঘিরে রাখে তাকে। ছোটোরা এই আসরের নাম দিয়েছে 'গল্প দাদুর আসর'।

"আজ আমি তোমাদের মহাভারতের নাগ কুলের কাহিনি বলব। তবে এই কাহিনি একদিনে শেষ হবে না। প্রতিদিন কিছুটা করে বলব আমি। শোনো সবাই, নৈমিষারণ্য শান্ত পবিত্র এক বনভূমি। তথায় কুলপতি শৌনক দ্বাদশ বর্ষব্যাপী এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছেন। সেই স্থানে বহু বহু সম্মানীয় মহর্ষিগণ সমবেত হয়ে নানান আলোচনায় রত। অকস্মাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হন লোমহর্ষণ পুত্র সৌতি। তাঁর আগমনে মহর্ষিগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ উগ্রশ্রবাঃ সৌতির নিকটে অত্যাশ্চর্য কাহিনি শ্রবণের আশায় তাকে বেষ্টন করে দাঁড়ালেন। সৌতি কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে তাদের তপস্যার কুশল জানতে চাইলেন। মহর্ষিগণও সৌতিকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আসন গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে নিজেরাও উপবিষ্ট হলেন। মহর্ষিগণ সৌতির কাছে জানতে চাইলেন তিনি কোন কোন তীর্থদর্শন আর কোন কোন যজ্ঞস্থল পরিদর্শন করে এলেন। তারা আরও বললেন যে সেসকল কাহিনি শ্রবণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী তারা।"

"সৌতি তাদের কোন কাহিনি শোনালেন?"

"সৌতি বললেন তিনি রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বৈশম্পায়নের শ্রীমুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব রচিত মহাভারতীয় কথা শ্রবণ করেছেন। তারপর আরও নানান তীর্থস্থান ভ্রমণ করে মহর্ষিদের দর্শনার্থে এই পবিত্র স্থানে এসেছেন। মহর্ষিগণ তাঁর নিকট কোন কাহিনি শুনতে আগ্রহী সেটাও তিনি জানতে চাইলেন।"

"মহর্ষিরা কোন কাহিনি শুনতে চাইলেন?"

"মহর্ষিরা জানালেন তারা পবিত্র মহাভারতীয় কাহিনি শ্রবণে ইচ্ছুক। অনতিবিলম্বে কুলপতি শৌনকের আগমন হয়। তাঁকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক উগ্রশ্রবাঃ সৌতি বললেন তিনি রাজা জন্মেজয়ের সর্প যজ্ঞে যা দর্শন করেছেন এবং বৈশম্পায়নের মুখে যা যা শ্রবণ করেছেন সে সবই বর্ণনা করবেন মহর্ষিগণের সমীপে। "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ..." অনন্তবাবুর জোরে বলা এই কথায় সকলে চমকে ওঠে। একটু হেসে অনন্তবাবু বলেন, "কথাটা আমি এখন বললেও এই কথাটা আসলে বলেছিলেন আস্তিক মুনি।"

"উনি কখন আর কোথায় এটা বলেছিলেন?"

"আগন্তুক ঋষির কণ্ঠস্বর শুনে যজ্ঞসভাস্থ সকলেই চমকিত। কে এই নবীন ঋষি? হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে তৃতীয়পাণ্ডব অর্জুনের প্রপৌত্র, অভিমন্যু পৌত্র, রাজা পরীক্ষিতপুত্র জন্মেজয়কৃত এই সর্পমেধ যজ্ঞে কেনই বা হল তার আগমন? সর্বোপরি রাজাধিরাজ জন্মেজয়ের এই সর্পনিধন যজ্ঞে তার সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর শত্রু তার পিতার হন্তারক তক্ষক নাগ যখন অগ্নিতে পতিত হতে যাচ্ছেন তখন ঋষিমুখনিঃসৃত শব্দ শ্রবণে তিনি অগ্নিতে পতিত না হয়ে শূণ্যে অবস্থান করছেন কী প্রকারে? সুবিশাল এই যজ্ঞের লক্ষাধিক যাজ্ঞিক ও হোত্রীগণ স্তম্ভিত। এই সর্পনিধন যজ্ঞে যে যে সর্পকে আহ্বান করে তারা অগ্নিতে আহুতি দিয়েছে প্রত্যেকেই অগ্নির অমিত তেজে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। শুধুমাত্র এইবারেই হল তার ব্যতিক্রম! মণ্ডপের অধিকর্তা সংকল্পধারী মহারাজ জন্মেজয় উদ্বেলিত চিত্তে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নবীন ঋষিকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করে বলেন এই যজ্ঞ তিনি অনুষ্ঠিত করেছেন তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে। তার পিতার হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার মুহূর্তে ঋষিবর তা নিবারণ করলেন কেন? ঋষিবরের পরিচয় লাভে আর তার এই কার্যের কারণ অবগত হলে সভাস্থ সুধীজন পরম সন্তোষ লাভ

করবেন। আসন গ্রহণ পূর্বক ঋষিবর যেন সবিশেষ বর্ণনা করুন।"

"ঋষি কী বললেন?"

"ঋষি বললেন তিনি ঋষি জগৎকারু আর নাগরাজ বাসুকির ভগিনী মনসার পুত্র আস্তিক। মহারাজকে এই যজ্ঞ থেকে বিরত করতেই সেই স্থানে তাঁর আগমন। মহারাজ তাকে বললেন ঋষির পরিচয় জ্ঞাত হয়ে তিনি পরম প্রীত। কিন্তু তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ হেতু এই সর্পযজ্ঞ থেকে তাকে বিরত করার কারণ জানতে সভাস্থ সকলের মতো তিনিও আগ্রহী।"

"দাদুভাই, আমরাও সমান আগ্রহী!"

"শান্ত হয়ে শোনো, সব বলছি। তক্ষক নাগকে ঝুলন্ত অবস্থা থেকে মুক্তি দান করে আস্তিক মুনি মহারাজকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন জগতে যা কিছু ঘটে তার পশ্চাতে কোনও না কোনও কারণ থাকেই। মহারাজ পরীক্ষিতের হত্যাকারী তক্ষক নাগও তেমনই পরিস্থিতির শিকার। এক মুনির অভিশাপ সফল করার জন্য তক্ষক নাগ দংশন করেন মহারাজ পরীক্ষিতকে এবং তারই ফলে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু তক্ষক নাগকে শাস্তি দিতে গিয়ে মহারাজ জন্মেজয় যে সমগ্র নাগ জাতিকে মৃত্যুর মুখে পতিত করেছেন সেটা অনুচিত। এতে হত্যাকারী রূপেই মহারাজের কলঙ্ক বৃদ্ধি পাবে। মহারাজকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে সমগ্র নাগজাতি খারাপ নয়, বিশেষত তাঁর প্রপিতামতী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনপত্নী উলূপী ছিলেন নিজেই একজন নাগকন্যা যিনি অর্জুনের জীবন রক্ষাও করেন। তারও পূর্বে মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনকে জীবন দান করেন নাগরাজ বাসুকি।"

"মহারাজ জন্মেজয় কী বললেন?"

"অনুতপ্ত মহারাজ জন্মেজয় তৎক্ষণাৎ সর্পযজ্ঞ বন্ধ করার আদেশ দেন। অতঃপর আস্তিক মুনিকে পাদ্য অর্ঘ্য ধনদৌলত দিয়ে অর্চনা করে তার সমীপে নম্রভাবে বলেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে আগ্রহী। সেই যজ্ঞে ঋষিবরের উপস্থিতি তাঁর কাম্য। আস্তিক মুনি সম্মত হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।"

"দাদুভাই তুমি তক্ষক নাগের রাজা পরীক্ষিতকে দংশন করার কারণ হিসেবে বললে এক মুনির শাপের কথা। কোন মুনি কেন শাপ দিয়েছিলেন রাজা পরীক্ষিতকে সেটা সম্বন্ধে আমাদের বলো।"

জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে আবার শুরু করেন অনন্তবাবু, "একবার রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ায় গিয়ে একটি মৃগকে তিরবিদ্ধ করেন। আহত মৃগটি পলায়ন

করলে মৃগটিকে অনুসরণ করতে করতে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন রাজা পরীক্ষিত। সেখানে শমীক মুনির আশ্রম দর্শন করে আশ্রমে প্রবেশ করেন তিনি। সম্মুখে শমীক মুনিকে দেখে তিনি মৃগটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। সেসময় শমীকমুনি মৌনব্রত অবলম্বন করে ছিলেন, সে তথ্য ছিল রাজার অজ্ঞাত। মুনিবরের কাছে কোনও উত্তর না পেয়ে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে একটি মৃত সর্পকে তার গলায় স্থাপন করে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। শমীক মুনি অতিশয় সদাশীল ও ক্ষমাশীল স্বভাবসম্পন্ন হলেও শৃঙ্গী নামে তার এক অত্যন্ত কোপনস্বভাব পুত্র ছিল। সেই সময় শৃঙ্গী ব্রহ্মার উপাসনাপূর্বক তার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে আশ্রমে প্রত্যাগমন করছিলেন। পথিমধ্যে কৃশ নামে এক ঋষিপুত্র শৃঙ্গীকে তার পিতার অবমাননার কাহিনি বর্ণনা করেন। মুনিপুত্র শৃঙ্গী পিতার অপমানে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা পরীক্ষিৎকে অভিশাপ দেন যে মৃগয়ার সাতদিনের মধ্যে তিনি তক্ষক নাগের দংশনে মৃত্যুবরণ করবেন। অতঃপর আশ্রমে আগমনপূর্বক শৃঙ্গী তার পিতাকে শাপবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। শমীকমুনি পুত্রের এহেন অভিশাপে উদ্বিগ্ন হয়ে পুত্রকে বলেন, রাজাকে এরূপ অভিশাপ দেওয়া অনুচিত কারণ শমীক মুনি যে মৌনব্রত অবলম্বন করে ছিলেন তা ছিল রাজার অজ্ঞাত। কিন্তু মুনিপুত্র জানান তার শাপ বিফলে যাবে না। শমীক মুনি নিজে উদ্যোগী হয়ে রাজা পরীক্ষিৎকে সকল কথা অবগত করান। রাজা নিজের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করলেও শমীকপুত্র শৃঙ্গীর শাপ ব্যর্থ হয় না। অভিশাপের সপ্তমদিনে তক্ষক নাগের দংশনে মৃত্যু হয় মহারাজ পরীক্ষিতের। অবশ্য তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের উপরও ব্যক্তিগত ক্রোধ ছিল তক্ষক নাগের।"

"কেন?"

"পুরাকালে শ্বেতকী নামে এক রাজা দুর্বাসামুনিকে পুরোহিত করে একশত বৎসরব্যাপী বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ক্রমাগত যজ্ঞের ঘৃত সেবন করে অগ্নিদেবের ক্ষুধামান্দ্য রোগ দেখা দিল। উদরের বেদনায় কাতর অগ্নি ব্রহ্মার স্মরণ নেন। ব্রহ্মা তাকে খাণ্ডববন দহন করতে বলেন। সেখানে বসবাসরত প্রাণীকুলকে ভক্ষণ করলে অগ্নিদেব রোগমুক্ত হবেন, এমনটাই বললেন ব্রহ্মা। কিন্তু অগ্নিদেব সাতবার খাণ্ডবদহন করতে গিয়ে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসেন।"

"সে কি! অগ্নিদেবের তেজে নাগেরা পুড়ে মারা যাচ্ছিল আর তিনি খাণ্ডববন দগ্ধ করতে পারলেন না?"

"দেবরাজ ইন্দ্রের সখা তক্ষক নাগ বাস করতেন খাণ্ডববনে। যতবার অগ্নিদেব বনে অগ্নি সংযোগ করেন ততবার তক্ষক নাগ দেবরাজ ইন্দ্রকে সংবাদ প্রেরণ করেছেন আর মেঘবৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রদেব মেঘ, বৃষ্টি আর তার ঐরাবত বাহিনীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আকাশ কালো করে মেঘেরা বৃষ্টির জলে অগ্নি নির্বাপিত করেছে আর একই সঙ্গে ঐরাবত বাহিনী শুঁড়ে করে জল আনয়ন করে অগ্নিতে ঢেলে সেই অগ্নি নির্বাপিত করেছেন। তবে অষ্টমবারে অগ্নিদেব সফল হয়েছিলেন কারণ এই কার্যে তাকে সহায়তা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আর অর্জুন। সেসময় তক্ষক নাগ খাণ্ডববনে উপস্থিত ছিলেন না। তাই তিনি প্রাণে বেঁচে যান। তার স্ত্রী ও পুত্র প্রাণভয়ে খাণ্ডববন ত্যাগ করে পলায়ন করার সময় অর্জুনের তিরে নিহত হন তক্ষক নাগের স্ত্রী; যদিও তার পুত্র অশ্বসেন পলায়ন করতে সক্ষম হন। সেই কারণেই তৃতীয়পান্ডবের উপর ক্ষুব্ধ ছিলেন তক্ষক নাগ। তবে মহারাজ জন্মেজয়কে সর্পনিধন যজ্ঞে উৎসাহ দানকারী মহামতি উতঙ্কের প্রতি প্রভূত অন্যায় করেছেন তক্ষক নাগ।"

"দাদুভাই মহামতি উতঙ্কের প্রতি কী অন্যায় করেছিলেন তক্ষক নাগ?"

"মহামতি উতঙ্ক ছিলেন মহাত্মন বেদের শিষ্য। শিক্ষাশেষে বেদ তাকে গৃহ প্রত্যাগমনের অনুমতি দিলে উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন। মহামতি নির্লোভ বেদের প্রার্থিত কিছু না থাকায় বেদ উতঙ্ককে বললেন গুরুপত্নীর প্রার্থিত বস্তুই হবে তার গুরুদক্ষিণা। উতঙ্ক গুরুপত্নীকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে মহারাজ পোষ্যের স্ত্রীর দৈব কুণ্ডল গুরুদক্ষিণাস্বরূপ চাইলেন তিনি। আরও বললেন সেই দিবস থেকে চতুর্থ দিবসে গুরুপত্নী এক ব্রত করবেন। সেইদিন ঐ কুণ্ডল কর্ণে ধারণ করে ব্রাহ্মণদের খাদ্য পরিবেশন করবার সংকল্প তার। সুতরাং সত্বর ঐ কুণ্ডল তার চাই। গুরুপত্নীর আদেশে উতঙ্ক পোষ্য রাজার পত্নীর নিকট হতে ঐ কুণ্ডল আহরণ করে আনয়নকালে দুর্মতি তক্ষক নাগ সেটা অপহরণ করে। প্রভূত ক্লেশ ভোগ করেও ইন্দ্রদেব আর অগ্নিদেবের সহায়তায় উতঙ্ক ঐ কুণ্ডল উদ্ধার করে নির্দ্দিষ্ট সময়ে গুরুপত্নীকে প্রদান করেন। তারপরেই তক্ষক নাগের উপর ক্ষুব্ধ উতঙ্ক মহারাজ জন্মেজয়ের নিকট যান এবং তাকে এই সর্পনিধন যজ্ঞে প্রবুদ্ধ করেন। আমার আজকের গল্পও এখানেই শেষ।"

পরদিন অনন্তবাবু আবার শুরু করেন, "আজ তোমাদের বলব নাগবংশীয়দের সঙ্গে পাণ্ডবদের সুমধুর সম্পর্কের কথা। প্রথমেই মধ্যম পাণ্ডব ভীমের কাহিনি বর্ণনা করি। মধ্যম পাণ্ডব ভীম ছিলেন অতিশয় বলশালী। বালক

বয়সেই কৌরবদের একশত ভ্রাতাকে ভীমসেন একক শক্তিতে পরাস্ত করতে সক্ষম ছিলেন। খেলাধূলা, সন্তরণ সর্ব ক্ষেত্রেই পরাজয় বরণ করে দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন ভীমকে বিনাশ করতে মনস্থ করলেন।"

"দুর্যোধন বালক বয়স থেকেই কুচক্রী ছিলেন?"

"অবশ্যই ছিলেন। দুর্যোধন তার ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে গঙ্গাতীরে কিছু অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ করে তাকে সুসজ্জিত করে তোলেন। অতঃপর পাণ্ডব ভ্রাতাদের গঙ্গার কূলে আমোদ প্রমোদের জন্য আহ্বান করেন। পর্যাপ্ত খাদ্য পানীয়ের সুব্যবস্থাও করেন দুর্যোধন। কৌরবরা একশত এবং পাণ্ডবরা পাঁচ ভ্রাতা সেখানে আমোদপ্রমোদে মত্ত হয়ে পড়েন। পানভোজনের সময় দুর্যোধন নিজ হস্তে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন তুলে দেন ভীমের মুখে।"

"এত নীচ কাজ করলেন দুর্যোধন?"

"আরও নীচ কাজ করেছেন তিনি। পানভোজন সমাপ্ত হলে সকলে জলক্রীড়ার জন্য গঙ্গায় অবতরণ করেন। কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে ভীমসেন ব্যতীত সকলেই ক্লান্ত হয়ে পাড়ে উঠে আসেন। বিষক্রিয়ার প্রভাবে ভীম অজ্ঞান হয়ে অগভীর জলে নিমগ্ন হয়ে থাকেন। সেই সুযোগে দুর্যোধন তার হস্ত পদ বন্ধন করে তাকে গভীর জলে নিক্ষেপ করেন। অচেতন ভীমসেন ডুবতে ডুবতে গভীর জলের নীচে নাগলোকে পৌঁছে যান। নাগরাজ বাসুকির কন্যা আহিল্যাবতীর অনুরোধে নাগরাজ বাসুকি ভীমের প্রাণরক্ষা করেন। জ্ঞান ফেরার পর ভীমের পরিচয় অবগত হয়ে নাগরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।"

"মধ্যমপাণ্ডবের পরিচয় লাভের পর নাগরাজ বাসুকির সন্তুষ্টির কারণ কী দাদুভাই?"

"নাগরাজের দৌহিত্র কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা কুন্তীর সন্তান ভীম। নাগরাজের সঙ্গে ভীমের আত্মীয়তার সম্পর্ক জ্ঞাত হয়ে নাগরাজ প্রফুল্ল হয়ে ওঠেন। তিনি ভীমকে নাগদের এক বিশেষ পানীয় পান করতে দিলেন। সেই পানীয় পান করার ফলস্বরূপ ভীম অযুত হস্তীর শক্তি লাভ করলেন। কিছুদিন নাগরাজের আতিথেয়তায় পরম আনন্দে কাটিয়ে হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন ভীম।"

"এবার অর্জুনপত্নী উলূপীর কাহিনি বলো দাদুভাই!"

"নাগকন্যা উলূপী ছিলেন নাগরাজ ঐরাবত কৌরবের একমাত্র সন্তান। রাজনন্দিনীর ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। বিবাহের অনতিকাল পরেই তার স্বামীর

মৃত্যু হয় যুদ্ধে। একাকী রাজকন্যার দিন কাটে বিষাদে। তারপর হঠাৎই একদিন তিনি দেখেন ব্রহ্মচারীবেশী তৃতীয় পাণ্ডবকে।"

"নাগরাজকন্যা তৃতীয় পাণ্ডবকে কোথায় দেখেছিলেন আর তিনি ব্রহ্মচারী বেশে ছিলেন কেন?"

"দুর্যোধনেরা ষড়যন্ত্র করে পাণ্ডবদের বারণাবতে প্রেরণ করে অগ্নি সংযোগে তাদের প্রাণ নাশের চেষ্টা করেন। বিদুরের সহায়তায় নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে পাণ্ডবরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ভ্রমণ করতে করতে পাঞ্চালে রাজা দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হন। পাঞ্চালরাজের শর্তানুযায়ী অর্জুন লক্ষ্যভেদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দ্রৌপদীকে লাভ করেন। পঞ্চ পাণ্ডব সেক্ষণে মাতা কুন্তীসহ পাঞ্চাল নগরীতে এক কুটিরে অবস্থান করে ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবরা কুটিরের সন্নিকটে আগমন করলে ভীম মাতা কুন্তীকে উচ্চস্বরে জানান যে সেদিন তারা সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু লাভ করেছেন। মাতা কুন্তী তাকে ভিক্ষালব্ধ বস্তু জ্ঞানে প্রত্যুত্তরে বলেন যা এনেছে তা যেন তারা পাঁচ ভাই সমান ভাগ করে নেয়।"

"কী এনেছেন পঞ্চ পাণ্ডব সেটা না দেখেই মাতা কুন্তী যা বললেন তাতে তো সবাই মুশকিলে পড়বে! মানুষকে কি পাঁচ ভাগ করা যায়?"

"সেটাই তো! কুন্তী পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন। কিন্তু মাতৃ আজ্ঞা অবশ্যপালনীয়। এমন সংকট মুহূর্তে ব্যাসদেবের আগমন হয় সেখানে। মাতা কুন্তী মুনির কাছে সমস্ত বর্ণনা করেন। তারপর ব্যাসদেবের বিধান অনুযায়ী পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গেই বিবাহ হয় দ্রৌপদীর। পাণ্ডবেরা নিয়ম করেন, এক এক বৎসর দ্রৌপদী এক এক স্বামীর সঙ্গে বসবাস করবেন। যখন যে স্বামীর সঙ্গে তিনি থাকবেন তখন তারা একত্রে থাকাকালীন সেই স্থানে অন্য ভাইদের প্রবেশ নিষেধ। এই নিয়ম ভঙ্গকারীকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে বারো বৎসর বনবাসে কাটাতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তৃতীয় পাণ্ডব বাধ্য হয়ে এই নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন।"

"কী জন্য বাধ্য হয়েছিলেন তিনি?"

"তস্করদল এক ব্রাহ্মণের গোধন অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ অর্জুনের নিকট গোধন উদ্ধারের আবেদন জানান। অর্জুন অস্ত্রাগারে অস্ত্র আনয়ন করতে গিয়ে দেখেন যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী অস্ত্রাগারেই বাক্যালাপে মগ্ন। দ্বিধাগ্রস্থ অর্জুন একবার ভাবেন তিনি অস্ত্রাগারে প্রবেশ করবেন না। পরক্ষণেই মনে হয় শরণাগতকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তাই শরণাগত ব্রাহ্মণের গোধন

উদ্ধারের জন্য তিনি অস্ত্রাগারে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। গোধন উদ্ধারের পর পূর্ব প্রতিজ্ঞামতো তিনি ব্রহ্মচারীবেশে বারো বৎসরের জন্য বনবাসে যান।"

কিছুক্ষণ বিরতি নিয়ে ধীরে ধীরে আবারও শুরু করেন অনন্তবাবু, "মহামতি অর্জুন বন পাহাড় অতিক্রম করে এসে পৌঁছন এক অতি মনোরম স্থানে। এই স্থানে পাহাড়ের কোল বেয়ে বয়ে চলেছেন পুণ্যতোয়া মা গঙ্গা। ব্রাহ্মণেরা সেখানে যাগযজ্ঞ হোম অগ্নিহোত্রে সদা ব্যস্ত। অর্জুন মনস্থ করেন এখানেই তিনি কিছুদিন অতিবাহিত করবেন। গঙ্গাতীরে এক কুটির নির্মাণ করে তিনি সেখানে বসবাস শুরু করেন। প্রত্যহ গঙ্গার পবিত্র বারিতে স্নান সেরে কুটিরে ফিরতেন তিনি। একদিন অর্জুন স্থির করলেন গঙ্গাস্নান সেরে কুটিরে ফিরে অগ্নিহোত্র করবেন তিনি। সেদিন স্নানের সময় নাগকন্যা উলূপী তাকে আকর্ষণ করে নাগলোকে নিজের পিতার প্রাসাদে নিয়ে যান। সেখানে অগ্নিহোত্রের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত ছিল। বসন পরিবর্তন করে অর্জুন অগ্নিহোত্র করেন। তৎপরে তিনি নাগকন্যাকে বলেন তিনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। কন্যার পরিচয় জানতে চাইলেন তিনি। এই প্রাসাদ কার আর কী উদ্দেশ্যে তাকে সেখানে আনয়ন করা হয়েছে তাও জানতে চাইলেন তিনি।"

"নাগরাজকন্যা কী বললেন?"

"তিনি বললেন নাগরাজ কৌরব্যের প্রাসাদে আছেন অর্জুন। তিনি নাগরাজকন্যা উলূপী, অর্জুনকে বিবাহ কামনায় নাগরাজের প্রাসাদে আনয়ন করেছেন। কিন্তু অর্জুন বললেন নাগরাজকন্যার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। বারো বৎসর ব্রহ্মচারীর ব্রত পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তিনি। নাগরাজকন্যা বললেন অর্জুনের ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনের বিষয়ে তিনি অবগত কিন্তু তার মতানুসারে এই ব্রহ্মচর্য্য শুধুমাত্র দেবী দ্রৌপদীর সম্বন্ধে। অন্য কোনও নারীর সম্বন্ধে নয়। কিন্তু অর্জুন তাতে সহমত হলেন না। তখন রাজকন্যা বললেন অর্জুন যদি তাকে গ্রহণ না করেন তাহলে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। শরণাগতকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। রাজকন্যা তাঁর শরণ নিয়েছেন। তার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণই অর্জুনের।"

"এমন উভয় সংকটে তৃতীয় পাণ্ডব কী করলেন?"

"শরণাগতের প্রাণ রক্ষা ক্ষত্রিয়ধর্ম। সেই হেতু নাগকন্যার প্রাণরক্ষার্থে তাকে বিবাহ করতে সম্মত হলেন তৃতীয় পাণ্ডব। তারপর নাগকন্যা উলূপীকে বিবাহ করে মাত্র একটি দিন নাগরাজের প্রাসাদে কাটান অর্জুন। পরদিবসেই উলূপী